মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

আশা-নিরাশার আইসিটি খাত

বাংলাদেশের মানুষের উদ্ভাবনা ও মেধাশক্তি প্রবল একথা প্রমাণ হয় যখন আমরা বিদেশের মাটিতে কাজ করি। বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে দেশের বাইরে আমাদের যারা কাজ করেন, তাদের ভূয়সী প্রশংসা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু দেশে সেই মেধা ও উদ্ভাবনা শক্তিকে কাজে লাগানোর তেমন সুযোগ নেই বলেই আমরা আবিষ্কার-উদ্ভাবনে পিছিয়ে থাকছি। তারপরেও মাঝেমধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবনার খবর আমাদের কানে আসে, যা আমাদেরকে আশান্বিত করে, গৌরবান্বিত করে। সম্প্রতি আমরা জানতে পারলাম 'পিপীলিকা' নামের একটি সার্চ ইঞ্জিন উদ্ভাবনার কথা। এটি দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সার্চ ইঞ্জিন। এটি উদ্ভাবন করেছেন আমাদের দেশেরই ক'জন তরুণ। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়।

জানা গেছে, এই সার্চ ইঞ্জিনটির জন্য সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টিম কাজ করে আসছে। এটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি থিসিসের ফল। পিপীলিকার আগের সংস্করণটি 'একুশে ফিন্যান্স' নামে পরিচিত ছিল। এটিতেও পিপীলিকার গবেষকেরা কাজ করেছিলেন। 'একুশে ফিন্যান্স' সিলেট ডিজিটাল ইনোভেশন ফেয়ার ২০১০-এ প্রথম পুরস্কার পায়। পিপীলিকার প্রকল্প পরিচালক হিসেবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং মুখ্য গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন মো: রুহুল আমীন সজীব। সহযোগিতায় ছিল বেসরকারি মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন আইটি বিভাগের পাঁচ সদস্যের একটি দল। গ্রামীণফোন আইটির আর্থিক সহায়তায় পিপীলিকাকে প্রাণ দিয়েছেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ডেভেলপার। এরা হলেন– মো: মহিউদ্দিন মিশু, মাহবুবুর রব তালহা, তৌহিদুল ইসলাম, সাজ্জাদুল হক, বাকের মো: আনাস, আসিফ মো: সামির, মধুসূদন চক্রবর্তী অপু, আমিষ পাল, ফরহাদ আহমেদ, মাকসুদ হোসাইন ও তালহা ইবনে ইমাম।

আমরা পিপীলিকা উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কারণ, পিপীলিকা এমন একটি বাংলা সার্চ ইঞ্জিন যেখানে বাংলা তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে আমাদের পরিচিত জনপ্রিয় কোনো সার্চ ইঞ্জিনের কোনোটিতেই বাংলাভাষার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সন্দেহ নেই পিপীলিকা আমাদের বাংলা কমপিউটিংকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। পিপীলিকার টিম লিডার রুহুল আমিন সজীবের ভাষায়, 'পিপীলিকা আমাদের স্বপ্নপূরণের প্রথম ধাপ। প্রতিনিয়ত এর বৈশিষ্ট্য ও ফাংশন আপডেটের কাজ চলছে।' তার মতো আমরাও মনে করি বাংলাভাষায় দেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন আমাদের বাংলা কমপিউটিংকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদ্ভাবনীমূলক কাজে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমাদেরকে আশাবাদী করে তোলার মতো আরেকটি সাম্প্রতিক খরব হচ্ছে বেসিসের মাধ্যমে দেশের সেরা ১০০ ফ্রিল্যান্সারকে সম্মানিত করা। বয়সে এরা সবাই তরুণ। এদের গড় বয়স পঁচিশের কোঠায়। এরপরও বাংলাদেশের এই তরুণেরা অর্জন করেছেন বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদা। শিক্ষাজীবনের মাঝপথেই এরা জয় করেছেন বেকারত্বকে। কমপিউটার, ইন্টারনেট আর প্রযুক্তিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ঘরে বসেই বিদেশের নানা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেন এরা। নয়টা-পাঁচটার বাধাধরা অফিস না করেও এরা আয় করছেন ঘণ্টায় ১০ ডলারের মতো। পেশায় এদের পরিচিতি ফ্রিল্যান্সার। আমাদের ভাষায় মুক্ত পেশাজীবী। এদের মধ্যে দেশের একশ' ফ্রিল্যান্সারকে বেসিসের সম্মানিত করা দেশের সব ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে সৃষ্টি করবে উদ্দীপনা। আমরা বেসিসের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সেই সাথে মোবারকবাদ জানাই এই সেরা শত মুক্ত পেশাজীবীকে।

এবার আমরা জানব এমন একটি খবর, যা দেশের যেকোনো মানুষকেই আশঙ্কিত না করে পারে না। এখন আমরা বাংলাদেশে প্রতিসেকেন্ডে ১৩০ কোটি টাকার ব্যান্ডউইডথ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখছি। এটি জাতীয় সম্পদের অপচয়ের একটি বড় উদাহরণ। এ ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে না পারা একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা বই কিছু নয়। পাওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশের মোট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি তথা ইন্টারনেট সক্ষমতা প্রতিসেকেন্ডে ২০০ গিগাবাইট। এর মাত্র ৪২ থেকে ৪৬ গিগাবাইট আমরা ব্যবহার করতে পারছি। ব্যবহার না হওয়া প্রতিসেকেন্ড ব্যান্ডউইডথের দাম ১৩০ কোটি টাকা। আর সরকার বলছে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকার কারণে আমরা এই বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে পারছি না। বর্তমানে প্রতিসেকেন্ড ১ মেগাবাইট ব্যান্ডউইডথের দাম ৮ হাজার টাকা। সে অনুযায়ী ১৫৮ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথের দাম প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। প্রতিসেকেন্ডে আমাদের মতো একটি দেশে ১৩০ কোটি টাকার অপচয় নিশ্চয় বড় ধরনের অপচয়। আমরা চাইব সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলে এই অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার তা না করে কোনো নীতিমালা ছাড়াই এই বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ রফতানির উদ্যোগ নিয়েছে। দুঃখজনক সত্য হলো, স্বার্থান্বেষী মহল অবৈধ ভিওআইপিতে এই অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ ডাইভার্ট করে অবৈধভাবে আয় করছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। আর এতে করে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি জাতীয়ভাবে। অনতিবিলম্বে এর সুষ্ঠু সমাধান দরকার।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ